দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 0 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বই পড়া প্রসঙ্গে

বই পড়া, বই উপহার দেওয়ার শ্লোগানের পাশাপাশি এবারে নতুন এক শ্লোগান শোনা যাইতেছে, 'পুরস্কার হিসাবে বই দিন'। ফেব্রুয়ারি আমাদের গর্বের ও গৌরবের মাস। সেই মাসকে কেন্দ্র করিয়া লেখক, কবি, সাহিত্যিক, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার মধ্যে সাড়া জাগে নতুন বই লিখিবার, নতুন বই প্রকাশ করিবার এবং যেকোন প্রকারেই হউক, একুশে বইমেলায় সেই বই বিক্রয় হওয়ার/ বিক্রয় করার। প্রায় সকল পত্রিকার সচিত্র রিপোর্ট, এবারে বইয়ের সংখ্যা আগের চাইতে অনেক বেশি। বইমেলায় আগত ক্রেতা-পাঠক-আনন্দ-পিপাসুদের ভিড়ও অত্যধিক। এমনকি 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ' –সেই শেষ মাঘের বৃষ্টিও উৎসাহী ও সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা শিশু-কিশোরদের বইমেলার আনন্দ বিচরণে বাদ সাধিতে পারে নাই। সবকিছু দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইতেছে, বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে না-হউক উহার আশেপাশের চিহ্নিত কোন স্থানে স্থায়ীভাবে পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইলে, তাহা শুধু লেখক ও প্রকাশকদের নয়, বই-প্রেমী মানুষদেরও মনের খোরাক জোগাইবার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইতে পারে। একথা আমরা বলিতেছি এই কারণে যে, বই আলোকোজ্জ্বলের জীবনের সাথী। বই বরং মানুষকে আলোকিত মানুষে পরিণত করিতে পারে, পরিণত করে। সে ক্ষেত্রে অর্থকড়ি কিংবা অন্য কোন কিছু যেকোন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ, সে প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভকারীকে যদি সমমূল্যের বই উপহার দেওয়ার একটা নিয়ম চালু করা হয়, চালু করা যায়, তাহা সৃষ্টিশীল লেখক গড়িয়া তুলিবার ক্ষেত্রে, দৃষ্টিনন্দন ভাবে পুস্তক প্রকাশকারী প্রকাশক সৃষ্টিতে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারে।

মিডিয়ায় এই যুগেও বইয়ের কদর হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য জগতের এক জরিপের ফলাফল। আগেকার দিনে পাড়ায়-মহল্লায়, গঞ্জে-বন্দরে এমনকি গ্রামেও পাঠাগার ছিল। এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ওইসব লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিত। এখন তদস্থলে দেখা যায়, কেরাম/লুডু খেলিবার আয়োজন। আগে ছিল ক্যাসেট, এখন হইয়াছে ডিভিডি কিংবা ভিসিডি। একান্ত হালে স্কুল-কলেজ পড় য়া ছেলে-মেয়েদের হাতে-হাতে মোবাইল। এসবই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সহিত তাল মিলাইবার প্রয়াস। আমরা সেই প্রয়াসকে খারাপ বলিতেছি না। কিন্তু যে ছেলে বা যে মেয়েকে প্রতিদিন/প্রতি সপ্তাহে/ প্রতি মাসে ওইসব ইলেকট্রনিক উপকরণের জন্য পিতা-মাতা অভিভাবকবৃন্দ অর্থ জোগাইয়া থাকেন, সেই পিতা-মাতাদের প্রতি আমাদের আবেদন থাকিবে, ছেলে-মেয়েদের বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করারও উদ্যোগ নিন। তাহাদের যথাসম্ভব বেশি করিয়া পড়িবার মত বই উপহার দিন। ছেলে-মেয়ে স্মার্ট হউক, ইহা সকলের কাম্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ছেলে-মেয়ে মাত্রই যেন আলোকিত মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, সেই দিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। আমরা সকলেই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শিক্ষায়-আদর্শে মননে ও মেধায় একটি শিক্ষিত জাতি কামনা করি। বই এবং একমাত্র বই-ই পারে সেই ঐকান্তিক কামনাকে বাস্তবে রূপ দিতে।

পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী হইতেছে 'ইকরা' বা 'পড়'। কোরআনের এই প্রথম সূরায় আরও বলা হইয়াছেঃ 'তিনি (আল্লাহ্) শিক্ষা দেন কলমের সাহায্যে। তিনি শিক্ষা দেন মানুষকে– যাহা সে জানে না। (৯৬ ঃ ৪-৫) আজ কলমের সাহায্যে যে 'বই পড়া প্রসঙ্গে' এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিতেছি, সেই 'বই' শব্দটি আদিতে ছিল 'বহি' উহা আরবী 'ওহি' শব্দের প্রচলিত রূপ। কলকাতার 'সংসদ বাংলা অভিধান' স্বীকার করিয়াছে আরবী বহি (ওহি) শব্দ হইতে 'বই' শব্দের উৎপত্তি। 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ যে সকল জ্ঞানের মূল উৎস বাংলা ভাষার 'বই' শব্দের এই বুৎপত্তি উহার আরেক প্রমাণ। অথচ বই ক্রয় ও বই পড়ার ব্যাপারে আমাদের ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, অভিভাবকদের যে নিস্পৃহতা, সে সম্পর্কে বহু আগেই সৈয়দ মুজতবা আলী তীর্যক ভাষায় মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, বই কিনিয়া কেউ দেউলিয়া হয় না। ইত্তেফাকে প্রকাশ, এ দেশের বেদে সম্প্রদায়ের (সংখ্যা ৫ লাখ) ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে মোবাইল স্কুল চালু করা হইয়াছে। কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার চালু করিয়াছে। আমরা এইসব উদ্যোগের সফলতা কামনা করি। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো বেশি করিয়া বই কেনা বই উপহার দেওয়া ও পুরস্কার হিসাবে বই প্রদান করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিতে চাই। কবি গুরু গ্যেটে বলিয়াছেন, একটি জাতিকে উন্নত করিতে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। উহা স্কুল, স্কুল এবং স্কুল। স্কুল মানুষকে লেখাপড়া শেখায়। আর বই মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিবার দিক-নির্দেশনা দিয়া থাকে। ফেব্রুয়ারীর এই মাস ভাষা শহীদের মাস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাসও বটে। এই মাসে দেশব্যাপী বই কেনা ও বই পড়ার যে উদ্দীপনা দেখা যায়, উহা যেন পুরা বৎসরব্যাপী জারি থাকে, উহা ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্বলিত এই মাসেরও মূল শিক্ষা। এই শিক্ষা যেন আমরা কখনও না ভুলি।